দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 13 JAN 2007 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

আলীকদমের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিপর্যয়

আলীকদম উপজেলা সংবাদদাতা

বান্দরবান পার্বত্য জেলার আলীকদম উপজেলায় মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থায় ধস নেমেছে। শিক্ষক স্বল্পতা, অভিভাবকদের অজ্ঞতা, অসচেতনতা সর্বোপরি কতিপয় শিক্ষকের বাণিজ্যিক মানসিকতা শিক্ষা ক্ষেত্রে স্থবিরতার সৃষ্টি করেছে। শিক্ষার মান নিয়ে দারুণভাবে হতাশায় ভুগছেন সচেতন অভিভাবকরা।

জানা যায়, পার্বত্য আলীকদম উপজেলায় বিগত কয়েক বছর ধরে মাধ্যমিক পর্যায়ের লেখাপড়ার মান নিম্নমুখী হতে চলছে গাণিতিক হারে। প্রতিবছর এসএসসি পরীক্ষায় এ উপজেলার মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ফলাফল বিপর্যয় লক্ষণীয়। আলীকদম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয়, চৈক্ষ্যং আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, রেপারপাড়ী উপজাতীয় আবাসিক বিদ্যালয় ও আলীকদম ইসলামিয়া দাঃ মাদরাসার শিক্ষা ব্যবস্থায় নানাবিধ কারণে ধস নেমেছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, শিক্ষক স্বল্পতা, স্কুল ম্যানেজিং কমিটির মধ্যে আধিপত্য বিস্তারের হীন প্রচেষ্টা, অজ্ঞতা, শিক্ষকদের মধ্যে কোন্দল-অনৈক্য, স্কুল পরিচালনায় প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের অদূরদর্শিতাও স্থানীয় রাজনৈতিক যাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছে এ উপজেলার শিক্ষাঙ্গনগুলো। তাছাড়া উপজেলার শিক্ষা উন্নয়নে স্থানীয় নেতৃত্বের আত্মকেন্দ্রিকতা, হীনমন্যতা, অসচেতনতা, অদূরদর্শিতা, খামখেয়ালীপনা সর্বোপরি অজ্ঞ নেতৃত্বের বিরূপ প্রতিচ্ছায়া বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার পরিবেশকে বিমূর্ত করে তুলেছে। ফলে দিনের পর দিন কাঙ্ক্ষিত মানের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সিংহভাগ অংশ।

শিক্ষার উন্নয়নে স্থানীয়ভাবে এসব নেতিবাচক প্রবণতার পাশাপাশি আলীকদম সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে বিভিন্ন সময়ে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হলেও তারা অজ্ঞাত কারণে তাড়াহুড়া করে স্কুল থেকে চলে যান। উক্ত বিদ্যালয়টিতে দীর্ঘদিন ধরে প্রধান শিক্ষকের পদ খালি রয়েছে। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দিয়ে প্রশাসনিক কার্যক্রম চলছে ঢিমেতালে।

সূত্রে জানা গেছে, বিদ্যালয়টিতে প্রধান শিক্ষকসহ ১২টি পদ থাকলেও বর্তমানে কর্মরত আছেন ৬ জন শিক্ষক। দীর্ঘদিন ধরে ইংরেজী, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, বাংলা ও অংকের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কোন শিক্ষক নেই। ফলে শিক্ষার্থীরা বিষয়ভিত্তিক শিক্ষার্জন থেকে চরমভাবে বঞ্চিত হচ্ছে। বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক না থাকায় আসন্ন এসএসসি পরীক্ষাকে সামনে রেখে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকগণ দারুণ উৎকণ্ঠিত। এদিকে, যে ক'জন শিক্ষক রয়েছেন তারাও শিক্ষক স্বল্পতাকে পুঁজি করে কোচিংয়ের নামে যাচ্ছে তাই কাণ্ড করে যাচ্ছেন বলে অভিভাবকদের পক্ষ থেকে অভিযোগ উঠেছে।

অপরদিকে, ২০০৪ সালের ২২ ফেব্রুয়ারিতে অফিস সহকারী বদলি হওয়ার পর থেকে অদ্যাবধি এ পদে নিয়োগ দেয়া হয়নি। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের রেজিস্ট্রেশন, ফরম পূরণ, বেতন আদায়, ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান থেকে শুরু করে প্রতি মাসের বেতন বিল তৈরিসহ স্কুলের প্রশাসনিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হচ্ছে একজন দপ্তরিকে। এ নিয়ে বিভিন্ন সময় নানা অসঙ্গতির বিস্তর অভিযোগ ওঠে। যার বিরূপ প্রভাব গোটা শিক্ষার পরিবেশকে কলুষিত করে তুলেছে। এছাড়াও বিদ্যালয়টিতে পাঠাগার কর্মচারী, কম্পিউটার অপারেটর ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী সঙ্কট চলছে দীর্ঘদিন ধরে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, বিদ্যালয়টি 'নামে তালপুকুর হলেও তাতে ঘটি ডুবে না'। স্কুলটিতে শিক্ষকের পদ শূন্য থাকা সত্ত্বেও ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা কবিতা দাশ ৬ মাস পূর্বে যোগদান করার পর থেকে কোন ক্লাসে পাঠদান করার গরজ বোধ করেননি।

এদিকে এ উপজেলার নারী শিক্ষার একমাত্র বাহন আলীকদম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়টির অবস্থাও তথৈবচ। নারী শিক্ষা সূতিকাগার হিসেবে বিদ্যালয়টি নব্বই দশকে যাত্রা শুরু করলেও শিক্ষকদের রশি টানাটানি, পরিচালনা কমিটির অদক্ষতা, নির্লিপ্ততা, অজ্ঞতা সর্বোপরি শিক্ষাক্ষেত্রে উদাসীন মনোভাবই শিক্ষাঙ্গনটির অগ্রযাত্রার লাগাম টেনে ধরছে। ফলে বিদ্যালয়টির পড়ালেখারও মান মোটেই সন্তোষজনক নয় বলে অভিযোগ রয়েছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অমনযোগিতার কারণে প্রতি বছর ছাত্রীরা গণহারে ফলাফল বিপর্যয়ের শিকার হচ্ছে। অবশ্য এ ব্যাপারে শিক্ষকগণ পরস্পরকে দায়ী করে এক ধরনের আত্মতৃপ্তি লাভ করার হীন প্রয়াস চালিয়ে থাকেন। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রধান শিক্ষক নূর হোসেন সিকদার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির মানোন্নয়নে তার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখলেও কতিপয় সহকারী শিক্ষক ও পরিচালনা কমিটির সদস্যের নির্লিপ্ত আচরণ তার উদ্যোগকে নস্যাৎ করে দিচ্ছে। অনেকে মনে করেন, স্কুলটির পরিচালনা পর্ষদের আমূল পরিবর্তন ছাড়া বিদ্যালয়টির শিক্ষার মানোন্নয়নের আদৌ সম্ভাবনা নেই।

অপরদিকে আলীকদম ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসায় প্রায় সময় চলে থাকে সহকারী শিক্ষকদের একদেশদর্শী আচরণ। প্রায় সময় মাদরাসাটি শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার স্বার্থের বিপরীতে কতিপয় সহকারী শিক্ষক জোটবদ্ধ হয়ে শিক্ষার মানোন্নয়নে খড়গহস্ত হন। এমনকি তারা মাঝেমধ্যে প্রশাসনিক বিধি-নিষেধকেও বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে থাকেন। অভিযোগ রয়েছে, জোট সরকারের বিদায়ের দু'তিন মাস পূর্ব থেকে বেসরকারী শিক্ষকদের দাবী আদায়ের লক্ষ্যে দেশব্যাপী ক্লাস বর্জন কর্মসূচি পালিত হলে সারাদেশের ন্যায় এ প্রতিষ্ঠানটিতে দীর্ঘ ২ মাস ধরে শিক্ষার্থীরা লেখাপড়া থেকে বঞ্চিত থাকে। এ ক্ষতি পুষিয়ে তোলার বিবেচনায় গত রমজান মাসে মাদরাসা পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও সাবেক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ শহীদুল আলম শিক্ষকদের ২০ রমজান পর্যন্ত ক্লাস চালু রাখার অনুরোধ জানিয়ে রেজুলেশন পাস করেন। কিন্তু করিৎকর্মা কতিপয় সহকারী শিক্ষক পরিচালনা কমিটির সহ-সভাপতিকে দিয়ে ইউএনও (সভাপতি)'র অগোচরে একটি মিটিং করে ক্লাস চালু রাখার ইউএনও'র সিদ্ধান্তকে নাকচ করে দিয়ে পাল্টা রেজুলেশন পাস করে। ফলে ইউএনওর মহৎ উদ্যোগটিকে নস্যাৎ করে সহকারী শিক্ষকরা রীতিমত মাদরাসা সুপারকে জিম্মিকরত ক্লাস ফাঁকির বিষয়টি কর্তৃপক্ষের নিকট গোপন রাখেন। শিক্ষকদের এহেন কারসাজি ১৮ রমজান পর্যন্ত অব্যাহত থাকলেও মাদরাসা পরিচালনা কমিটি কুম্ভকর্ণের তন্দ্রাবিলাসে ছিল। তবে ১৯ রমজান ইউএনও বিষয়টি জানতে পেরে তদন্ত করলে সহকারী শিক্ষকদের অসৎ মানসিকতার নির্লজ্জতা প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

অপরদিকে আলীকদম উপজেলার চৈক্ষ্যং আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়টিতে চলছে ব্যক্তিস্বার্থ ও রাজনৈতিক আধিপত্য। জানা যায়, প্রধান শিক্ষককে স্থানীয় কতিপয় ব্যক্তি মেনে নিতে না পারায় তার বিরুদ্ধে কারণে-অকারণে অভিযোগের পাহাড় গড়ে তুলছে। ফলে প্রধান শিক্ষককে চাকুরী থেকে সাময়িক বরখাস্তও করা হয়েছিল। অভিযোগের সত্যতা না পাওয়ায় চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রধান শিক্ষককে তার স্বীয় পদে পুনর্বহাল করেন। এটিকে সহজে মহল বিশেষ মেনে নিতে না পারায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি স্থানীয় পর্যায়ে নানা প্রতিকূল পরিবেশে চলছে জোড়াতালি দিয়ে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ব্যবস্থাপনায় সরকারী অনুদানে পরিচালিত ১ম শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত সম্পূর্ণ অবৈতনিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে রেপারপাড়ি উপজাতীয় আবাসিক বিদ্যালয়। বলা হয়ে থাকে, পঞ্চাৎপদ আদিবাসী ছেলেমেয়েদেরকে বিনা মূল্যে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা সামগ্রী, চিকিৎসা ও সুশিক্ষার মাধ্যমে আধুনিক সভ্যতার সাথে পরিচয় করে আত্মনির্ভরশীল জাতিতে পরিণত করাই বিদ্যালয়টির উদ্দেশ্য। তবে একই পরিবেশে পাহাড়ী-বাঙ্গালী দুই সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরা বসবাস করলেও উক্ত স্কুলে কোন বাঙ্গালী ছেলে-মেয়ের পড়ার প্রভিশন নেই। বিদ্যালয়টিতে প্রায় দেড় শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। এটি ঐতিহাসিক মারাইৎতং (মিরিঞ্জা) পাহাড়ের পাদদেশে ১১ একর জায়গায় সবুজাভ প্রকৃতির এক নির্মল পরিবেশে ১৯৯১ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিদ্যালয়টি উপজাতীয় ছেলেমেয়েদের শিক্ষার্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলছে। উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে স্থানীয় কতিপয় ত্রিপুরা ও চাকমার স্বাক্ষরবিহীন আপত্তিকর ও বিভ্রান্তিকর অভিযোগ ডাকযোগে প্রশাসনসহ বিভিন্ন দপ্তরে প্রেরণ করা হয়ে থাকে। অবশ্য এসব অভিযোগ স্থানীয়ভাবে কতটুকু সত্য তা জানা না গেলেও একজন প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে এহেন অভিযোগের মূল কারণটি খতিয়ে দেখা প্রয়োজন বলে মনে করেন সচেতন মহল। উপজেলার এসব প্রতিষ্ঠানের সচেতন অভিভাবক জানান, আসন্ন এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণের পাশাপাশি কোচিংয়ের নাম ভেঙ্গে কতিপয় শিক্ষক মোটা অংকের অর্থ হাতিয়ে নেয়ার পাঁয়তারা চালাচ্ছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পার্বত্য এ উপজেলাটি অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া একটি জনপদ। এখানকার শিক্ষার্থীদের সিংহভাগ অভিভাবকই আর্থিকভাবে অসচ্ছল। ফলে প্রতি বছর কতিপয় অসাধু সব বিষয়ের পারদর্শী (!) সেজে কোচিং-এর নামে অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে।